অরাজকতার এক মডেল কৃষি ভার্সিটি!

নিজস্ব সংবাদদাতা, *ময়মনসিংহ*

ছাত্রদলের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণে কৃষি ভার্সিটির ক্যাম্পাস এখন অরাজকতার এক মডেল হয়ে উঠেছে। আর এই কোন্দল ও অরাজক পরিস্থিতিকে জিইয়ে রেখে ভিসি ফায়দা লুটছেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে। নিয়োগ লাভের ৯ মাসের মাথায় ভিসি প্রফেসর মুস্তাফিজুর রহমান সন্ত্রাসীদের পৃষ্ঠপোষকতাসহ নানা অনিয়ম, দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার ও স্বজনপ্রীতিতে জড়িয়ে পড়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। খোদ সরকারী দলের ভিতরই তাঁকে নিয়ে ক্ষোভ বিরক্তি বাড়ছে। ছাত্রদল কৃষি ভার্সিটি শাখার অর্ধশত নেতাকর্মী ইতোমধ্যে ভিসির অপসারণ চেয়ে সরকারের হাই কমান্ডের কাছে তাঁর অপকর্মের ফিরিস্তি জানিয়ে নালিশ করেছে। সরকারের একটি গোয়েন্দা সংস্থার কাছেও ভিসির বিরুদ্ধে ক্ষমতাসীন দলের লেবাস পরে বিতর্কিত কর্মকাণ্ডসহ একটি বিশেষ মহলকে সুবিধা দেয়ার অভিযোগ রয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক ও সরকার দলীয় স্থানীয় সূত্র জানায়, গত অক্টোবরের নির্বাচনে সরকার পরিবর্তনের পর কৃষি ভার্সিটিতে নয়া ভিসি হিসাবে প্রফেসর মুস্তাফিজুর রহমানের যোগদানের পরপরই ক্যাম্পাসে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের অভ্যন্তরীণ কোন্দল মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। এই কোন্দলের জের ধরেই ক্যাম্পাসে খুন হয় ছাত্রদল নেতা রেজাউল করিম হাসু। ভিসিও নিজ জবানীতে অকপটে স্বীকার করে বলেছেন এই কথা। এ নিয়ে মামলা হলে ছাত্রদলের বিপ্লব-রফিক গ্রুপ বিতাড়িত হয় ক্যাম্পাস থেকে। প্রচার রয়েছে, এ সময়ের ভিসির আশীর্বাদপুষ্ট খালিদ গ্রুপ ক্যাম্পাসে একক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। অভিযোগ রয়েছে, ভিসি খালিদ গ্রুপকে মদদ দেয়ায় বিপ্লব গ্রুপ ক্যাম্পাসে আসতে পারছে না। এই সুযোগটি কাজে লাগিয়ে খালিদ গ্রুপের চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি এখন প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেয়েছে। অপরদিকে ভিসিও ছাত্রদলের সাংগঠনিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে নানা অনিয়ম, দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতিতে জড়িয়ে পড়েন। শুধু তাই নয় আঞ্চলিকতার ধুয়া তুলে তিনি শিক্ষকদের মধ্যেও কোন্দল তৈরি করে ফায়দা লুটছেন। সাবেক সরকারের আমলে নানা ঘটনার বিতর্কিত কর্মকর্তারা এখন তাঁর পছন্দের শীর্ষে বলে সরকার সমর্থক শিক্ষকদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। তাঁর নেক নজরের কারণে সাবেক বিতর্কিত ভিসি প্রফেসর ড. আনোয়ারুল ইসলাম গত ৯ মাস ধরে ক্যাম্পাসে না এসেও শহরে অবস্থান করে সাকল্য বেতন ভাতাদির সুবিধা নিচ্ছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। বর্তমান ভিসি বলেছেন, বিষয়টির তদন্ত চলছে। নানা অভিযোগে সাবেক সরকারের আমলে ক্ষমতা খর্ব করে নেয়া প্রধান প্রকৌশলীর সঙ্গে আপোস করে ভিসি তাঁর ঘনিষ্ঠ মহলেরও বিরাগভাজন হন বলে প্রচার রয়েছে। এ রকম আরও অনেক বিতর্কিত কর্মকর্তা ও শিক্ষকদের সঙ্গে ভিসির দহরম মহরমকে সরকার সমর্থক শিক্ষকরা মেনে নিতে পারছেন না বলে তাদের ক্ষোভ বাড়ছে। সাবেক সরকার আমলে ছাত্রদল এসব বিতর্কিত কর্মকর্তা ও শিক্ষকদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগে সাংবাদিক সম্মেলন করেছিল। অভিযোগ রয়েছে, ভিসি অস্ত্র মামলার আসামী সোহেল ও হত্যাসহ একাধিক মামলার আসামী হেলালকে চাকরি দিয়ে ভার্সিটিতে সন্ত্রাসীদের পৃষ্ঠপোষকতার নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এছাড়া শুধুমাত্র আত্মীয় ও এলাকার লোক বলে নাজু, হুমায়ুন ও তুষারকে চাকরি দিয়ে ভিসি স্বজনপ্রীতিরও নজির স্থাপন করেছেন। সম্প্রতি এগ্রিকালচার এক্সটেনশন ও এগ্রো ফরেস্টিতে একই দিন তিন শিক্ষকের নিয়োগ নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। অভিযোগ রয়েছে, মেধা সম্পন্ন প্রার্থীদের বাদ দিয়ে কমিটি ভিসির পছন্দের লোকদের নিয়োগ দিয়েছে। এ নিয়ে প্রতিবাদ করায় এনিম্যাল হাসবেন্ড্রীর বগুড়ার এক ছাত্রকে ভিসির সমর্থক ক্যাডাররা নাজেহাল করে তাড়িয়ে দেয়। ভিসি অবশ্য এসব অভিযোগ অস্বীকার করে বলেছেন, নিয়োগ কমিটি মেধা যাচাই করেই তাদের নিয়োগ দিয়েছে। সোহেল ও হেলালের নিয়োগকে অস্থায়ী বলে তিনি জানান। বঙ্গবন্ধু হলের ৫৬ কর্মচারী নিয়োগ ও পরে ছাঁটাই নাটকে লাখ লাখ টাকার বাণিজ্য সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে ভিসি জনকণ্ঠকে জানান, বিষয়টি তদন্তে তিনি কমিটি করে দিয়েছিলেন। এসব নানা ঘটনায় ক্ষুব্ধ সরকার সমর্থক শিক্ষকদের ক্ষোভ ক্রমশই বাড়ছে। ক্যাম্পাস থেকে বিতাড়িত ছাত্রদলের ৪৫ নেতাকর্মী ভিসির অপসারণ চেয়ে সরকারের হাই কমান্ডের কাছে নালিশ করেছে।

ছাত্রদলের অভ্যন্তরীণ কোন্দল ফায়দা লুটছেন ভিসি